COMPILED AND CIRCULATE BY : PROF. BARUN ROUT ,SACT , DEPT. OF POLITICAL SCIENCE , NARAJOLE RAJ COLLEGE

রাষ্ট্রের উৎপত্তি এবং প্রকৃতি সম্পর্কে কৌটিল্যের আভিমত আলোচনা কর।

গ্রীসের রাষ্ট্রদার্শনিক প্লেটোর “রিপাবলিক' বা ইংলন্ডের টমাস হবস এর 'লেভিয়াথান' এর মতো কৌটিলোর “অর্থশাস্ত্র” রাষ্ট্রের কোনও তাত্তিক বিশ্লেষণ হাজির করেনি। রাষ্ট্রের উদ্ভব, প্রকৃতি বা কাজ সম্পর্কে কোনও তাত্বিক আলোচনার পরিবর্তে বাস্তবে রাষ্ট্র কিভাবে পরিচালিত হবে সে সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়াই এ গ্রন্থের লক্ষ; প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনাই প্রধান বিবেচ্য বিষয়। তা সত্বেও রাষ্ট্রের উদ্ভব, রাষ্ট্রকে মেনে চলার কারণ, ব্যক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক, রাষ্ট্রে কাযবিলী প্রভৃতি বিষয়গুলি অসংলগ্নভাবে আলোচিত হয়েছে বিভিন্ন অধ্যায়ে। এভাবেই রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে অর্থশাস্ত্রের ধারণাটি পাই কৌটিল্যের মুখ থেকে নয় - রাজার প্রতি প্রজাদের আনুগত্যের স্বরূপ জানার জন্য "সত্রি' নামক গুপ্তচরদের মাধামে উপস্থাপিত বক্তব্যে। প্রজারা রাজানুরক্ত না রাজবিরোধী তা জানার জন্য রাজা গুপ্তচর নিয়োগ করবেন। এই সমস্ত গুপ্তচর তীর্থস্থান, সভাঘর, খাদ্য ও পানীয়স্থান, দোকান, পুজা ও দলবদ্ধ কর্মীদের মাঝে পরস্পরের মধ্যে সাজানো মিথ্যা ঝগড়া করবেন এবং প্রজাদের মনোভাব বুঝবেন। এইরকম এক ঝগড়ার বক্তব্য হিসেবে রাষ্ট্র সৃষ্টি সম্পর্কে বক্তব্যটি হাজির হয়েছে; কোটিল্যের নিজস্ব শৃঙ্খলাবদ্ধ তত্ব হিসেবে নয়। সম্ভবত কৌটিল্য এভাবে সে সময়ের জনশ্রুতিকেই তুলে ধরেছেন।

অর্থশাস্ত্রের প্রথম অধিকরণের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে যে বিবরণ রয়েছে তা থেকে রাষ্ট্রের তথা রাজতন্ত্রের উদ্ভবের কারণ জানা যায়। কৌটিল্যের কাছে রাজতন্ত্র যেহেতু স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান তাই রাষ্ট্রের এবং রাজতন্ত্রের উদ্ভব সমার্থক। রাষ্ট্রের উদ্ভবের আগে ছিল এক 'মাৎসন্যায়' অবস্থা । মাৎসন্যায় বলতে বোঝায় এমন এক অবস্থা যেখানে বড় বড় মাছ ছোট ছোট মাছকে গিলে নেয় অতি সাধারণভাবে। ঠিক সেভাবেই এক অরাজক অবস্থায় শক্তিশালী মানুষেরা দুর্বল মানুষের উপর অত্যাচার করে। এরকম আবস্থায় মানুষের পক্ষে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাপন সম্ভব নয়। তাই তারা বৈবসত মনুকে নিজেদের রাজা করেছিল এবং তারা এরকম নিয়ম করেছিল যে রাজা তাদের কাছ থেকে উৎপাদিত ধানের ছয় ভাগের এক ভাগ ও বিক্রয় যোগ্য দ্রবের (পন্যের) দশ ভাগের এক ভাগ এবং হিরণ্য বা নগদ টাকা কর বাবদ পাবেন। এই করের নিয়মের রাজা প্রজাদের নিরাপত্তা ও কল্যাণ (যোগক্ষেম) এর ব্যবস্থা করবেন। এই কর রক্ষা কাজের জন্য রাজার প্রাপ্য বলে বনের ঋষিরাও তদের সংগৃহীত ধান্যাদি থেকে ছয়ভাগের এক ভাগ রাজাকে দেবেন। রাজা যেহেতু প্রজাদের নিরাপত্তা বিধান ও দুষ্টের দমন করে থাকেন সেহেতু প্রজাদের উচিত তাদের উপর চাপান কর এবং দণ্ড মেনে নেওয়া, নতুবা তারা পাপের ভাগী হয়।

উপরের বক্তব্যের মধ্যে পশ্চিত্রী রাষ্ট্রতত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তিগণ---টমাস হবস (১৫৮৮- ১৬৭৯) জন লক (১৬৩২-১৭০৪) বা রুশোর (১৭১২-১৭৭৮) সামাজিক চুক্তি মতবাদের শুর হয়ত শুনতে পাবেন। রাষ্ট্র সৃষ্টির আগের অবস্থাকে টমাস হবস ঘৃণ্য পাশবিক, কদর্য ও সল্পায়ু হিসেবে বর্ণনা করেন। প্রাকৃতিক এই ভয়ঙ্কর "জোর যার মুলুক তার" অবস্থার সঙ্গে মাৎসন্যায় অবস্থার মিল রয়েছে যথেষ্ট। হবস এর মতে, এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য মানুষ নিজেদের মধ্যে একটি চুক্তি করে রাজকীয় ক্ষমতা এক সার্বভৌমের হাতে তুলে দেয়। ব্যক্তিরা রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা মেনে চলবে নতুবা তাদের পুনরায় সেই প্রাকৃতিক অবস্থায় ফিরে যেতে হবে। চুক্তির শর্ত যেহেতু এক পক্ষের, অর্থাৎ রাজা বা সার্বভৌম এই চুক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় সেহেতু সার্বভৌমের ক্ষমতা চুড়ান্ত, অপ্রতিহত ও অবিভাজ্য। এভাবে ষোড়শ শতকে চুক্তিবাদী তাত্বিক টমাস হবস রাষ্ট্রের উদ্ভব ও রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য সম্পর্কে এক সুশৃঙ্খল তত্ব রচনা করেন। এই তত্ব রচনার দু'হাজার বছর আগে ভারতে কৌটিল্য রাষ্ট্রের উদ্ভবের পিছনে অনুরূপ এক তত্বের সন্ধান করেন। সমসাময়িক গ্রীক দর্শনেও অবশ্য এরকম এক তত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। কৌটিলোর মাৎসন্যায় এবং হবস এর প্রকৃতি-রাজ্যের রূপ একই---উভয়ই প্রাক্ সামাজিক অবস্থা। এই প্রাকৃতিক অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যই রাষ্ট্র তথা রাজার সৃষ্টি। কিন্তু কৌটিল্যের কাছে আনুগত্যের প্রশ্নটি হল কর প্রদানের অনুমতি--উৎপাদিত ফসল, পণ্য ও অর্থের নির্দিষ্ট পরিমাণ সংগ্রহের অনুমতি । ইংলন্ডে সদ্য উদ্ভূত পুঁজিপতি শ্রেণীর ভাষ্যকার টমাস হবস এর কাছে এই প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়নি; অথচ, কৌটিল্য যথার্থভাবেই মনে করেন----রাষ্ট্র সৃষ্টির পিছনে উদ্বৃত্ত শ্রমের ধারণা বর্তমান। কৃষিভিত্তিক সমাজের এই উদ্বৃত্ত শ্রম কৃষকের ফসলের একাংশ রাজার প্রাপ্য। এভাবে কৃষিভিত্তিক সমাজের উদ্বৃত্ত শ্রম থেকেই রাষ্ট্রের উদ্ভব।এদিক থেকে কৌটিল্যের তত্ব অনেক বেশী বাস্তবানুগ। অর্থশাস্ত্রে উত্থাপিত এই ধারণা আরো ব্যাপকভাবে এবং বহু জায়গায় আলোচিত হয়েছে মহাভারতের মধ্যে।

রাষ্ট্রের প্রকৃতি

রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কিত আলোচনায় আমরা দেখেছি রাজা প্রজাদের কাছ থেকে কর সংগ্রহের বিনিময়ে প্রজাদের নিরাপত্তা ও মঙ্গল বিধান করবেন। নিরাপতা ও মঙ্গল বিধানের জন্য রাজা কখনও প্রজাদিগকে অনুগ্রহ কখনও নিগ্রহ করে থাকেন। এ কারণে রাজাকে ইন্দ্র ও যম স্থানীয় বলে কল্পনা করা হয়েছে। কোনও প্রজার পক্ষেই রাজাকে অপমান করা বা অমান্য করা উচিত নয়। বলা হয়েছে যে, রাজাকে যে অমান্য করে তাকে শুধু রাজদণ্ড নয়, দৈবদণ্ডও স্পর্শ করে।

দ্বিতীয়ত, প্রথম রাজা হিসেবেই মনুকে উল্লেখ করা হয়েছে। মনু হলেন বিশশ্বতের পুত্র। সূর্যের আবার অপর নাম বিশশ্বত। এদিক থেকে সূর্যের পুত্র হিসেবে মনুকে প্রথম রাজা হিসেবে উল্লেখ করার মধ্য দিয়ে সমগ্র সৌরজগতের মধ্যমণি রূপে রাজতন্ত্রকে গণ্য করা হয়েছে।

তৃতীয়ত, এই জগতের রাজতন্ত্রের সঙ্গে ঐশ্বরিক জগতের রাজতন্ত্রের এক সাদৃশ্য কল্পনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, রাজার অবস্থান ঐশ্বরিক জগতের ইন্দ্র ও যমের অনুরূপ; কারণ ইন্দ্রের মতো তিনি যেমন করুণা প্রদর্শন করেন তেমনই যমের মতো দণ্ড বিধানের ব্যবস্থা করে থাকেন।

চতুর্থত, কৌটিল্যের রাজা অনিয়ন্ত্রিত অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী নন; কারণ, মানুষ রাজার হাতে ক্ষমতা অর্পণ করেছে তাঁদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য। প্রথম অধিকরণের ১৯তম অধ্যায়ে বলা হয়েছে, প্রজার সুখেই রাজার সুখ এবং প্রজার হিতেই রাজার হিত; যা রাজার প্রিয় তা রাজার হিত নয়। কিন্তু প্রজাদিগের যেটা প্রিয় সেটাই রাজার হিত। প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শনে রাজার কর্তৃত্বকে যতটা অধিকার হিসেবে দেখা হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী দায়িত্বপুর্ণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। রাজার ক্ষমতাকে অপ্রতিহত করার পরিবর্তে অছি স্বরূপ দেখা হয়েছে। যোগক্ষেম বহন, চতুবর্নাশ্রম ধর্ম রক্ষা প্রভৃতি দায়িত্বপালনের জন্যই রাজতন্ত্র বা রাষ্ট্রকর্তৃত্বকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। হতে পারে যাঁরা নীতিশাস্ত্রগুলি রচনা করেছেন বা ব্যাখ্যা করেছেন তারা ব্রাহ্মণ, তাঁরা উদ্বৃত্তের উপর জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। রাজার পক্ষে বিভিন্ন ধরনের দায়িত্ব পালনের কথা বলে তারা রাজতন্ত্রকে সংযত করতে চেয়েছেন।

উপরের আলোচনা থেকে -এ ধরনের সিদ্ধান্তে আসা ভুল হবে যে, কৌটিল্য এক ধমাশ্রয়ী রাষ্ট্রের অংকণ করেছেন। তিনি অর্থশাস্ত্রে কোন ধমীয় সংগঠন বা সংস্থার উল্লেখ করেননি - যে সংস্থা রাষ্ট্রের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে এবং, ধর্মীয় স্বার্থ বা অনুশাসনগুলি বলবৎ করবে। তিনি সকল ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপকে সমর্থন করে গেছেন। রাষ্ট্র কীভাবে শক্তিশালী হবে এবং রাষ্ট্রের প্রসার ঘটাবে সে বিষয়ে আলোচনাই কৌটিল্যর অন্যতম লক্ষ্য।

পঞ্চমত, রাষ্ট্রকর্তৃত্বের প্রতীক হিসেবে কৌটিল্য দন্ড-এর উল্লেখ করেন। দণ্ডের মাধ্যমেই প্রজাদের পালন ও রাষ্ট্রকর্তৃত্বের প্রয়োগ ঘটে। এই দণ্ডনীতিই অলব্ধ বস্তুকে লাভ করায়, লক্ষবস্তুকে রক্ষা করায়, রক্ষিত বস্তুকে বর্ধিত করায় এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বস্তুকে উপযুক্ত পাত্রে বিনিযুক্ত করায়। এই দণ্ডের অভাবেই মাৎমন্যায় প্রতিঠিত হয়। কৌটিল্য দণ্ডকে এত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করলেও দণ্ডের প্রয়োগ সম্পর্কে রাজাকে যথেষ্ট সর্তক হতে বলেন। দণ্ডের প্রয়োগ হবে শুধুমাত্র প্রজাদের হিতসাধনের জন্য; অনিষ্ট করার জন্য

নয়। কৌটিল্যের মতে, যিনি অল্প অপরাধে উগ্রদন্ড প্রয়োগ করেন তিনি সকলের উদ্বেগের কারণ হন। আবার যে রাজা মহা অপরাধে মৃদু দন্ড প্রয়োগ করেন তিনি স্বয়ং পরাভব প্রাপ্ত হন। কিন্তু যে রাজা অপরাধের অনুরূপ উচিত দন্ড প্রয়োগ করেন তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হন। "কাম ক্রোধ বা অজ্ঞতাবশত যে দণ্ড অযথা প্রযুক্ত হয় তা বানগ্রস্থ ও পরিব্রাজকদেরও ক্ষোভ উৎপাদন করে, গৃহস্থের তো কথাই নাই"।

ষষ্ঠত, কৌটিলোর অর্থশাস্ত্রে যেহেতু রাজাই প্রধান সেহেতু ইউ.এন, ঘোষাল এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে রাষ্ট্র এবং রাজা তথা স্বামী সমার্থক। কাঙলে অবশ্য এই মতকে পুরোপুরি স্বীকার করতে নারাজ। তাছাড়া, রাজা স্বয়ং, তার পত্নীগণ ও রাজপুত্ররা কী রত্ন ও ভূমি লাভ করছেন তার হিসেব রাষ্ট্রের নিবন্ধপুস্তকে লিপিবদ্ধ করাবেন। এর থেকে মনে হয় রাজা এবং রাষ্ট্র সমার্থক নয়।

সপ্তমত, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে রাষ্ট্রের তিন ধরনের শক্তি তথা ক্ষমতার উল্লেখ পাওয়া যায়; যথা, উৎসাহশক্তি অর্থাৎ রাজার উৎসাহ ও ব্যক্তিগত গুণাবলী, শোর্য বীর্য ইত্যাদি। প্রভাবশক্তি অর্থাৎ কোশ (অর্থ) ও দণ্ড (সেনা) এবং মন্ত্রশক্তি তথা মন্ত্রণাশক্তি। কৌটিল্যের সময়ের অন্যান্য পণ্ডিতদের মত ছিল এই তিনশক্তির মধ্যে প্রথমটি; অর্থাৎ রাজা উৎসাহ এবং ব্যক্তিগত গুণাবলীই প্রধান; কারণ, শৌর্য-বীর্যের অধিকারী দৈহিক বলসম্পন্ন ও অস্ত্রবিদ্যায় অভিজ্ঞ রাজার পক্ষে অন্য রাজ্যকে পরাস্ত করা সম্ভবপর হয়। কৌটিল্যের মতে উৎ্সাহশক্তি এবং প্রভাবশক্তির (কোষ ও সেনা) মধ্যে প্রভাবশক্তিই অধিকতর গুরুত্বপূণ, কারণ অর্থ ও সেনায় সমৃদ্ধ রাজা শত্রুপক্ষের বীরদেরকেও প্রচুর ধনদানের মাধ্যমে বশ করতে পারেন এবং নিজ সেনার সাহায্যে অপর পক্ষকে পরাজিত করতে পারেন। অনুরূপভাবে বলা যায়, প্রভাবশক্তি ও মন্ত্রশক্তির মধ্যে মন্ত্রশক্তিই প্রধান, কারণ প্রজ্ঞা ও শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন রাজা অনায়াসেই মন্ত্রণা থেকে উদ্ভূত সিদ্ধান্ত দ্বারা উৎসাহ ও প্রভাবশক্তি সম্পন্ন শত্রুরাজগণকে পরাভূত করতে পারেন। আবার শক্তি দেশ ও কালের মধ্যে কোনটি অধিকতর গুরুত্বপূণ সে সম্পর্কেও অন্যান্য পণ্ডিতদের মত খণ্ডন করে কৌটিল্য বলেন, শক্তি, দেশ ও কাল-_এই তিনের প্রত্যেকটিকেই সমান প্রাধান্য দিতে হবে; কারণ, তিনটিই কার্য্যসাধন বিষয়ে একে অপরের পরিপূরক।

তথ্যসূত্রঃ

১। নৃসিংহ প্রসাদ ভাদুড়ীঃ (১৯৯৮) দণ্ডনীতি, কলিকাতা, সাহিত্যসংসদ,

২। ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাকঃ (১৯৬৭) কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র (২ খণ্), কলিকাতা, জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স।